ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্রশিক্ষন কোর্সের জন্য ন্যূনতম অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলী

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি হইলো একটি পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম যেইখানে প্রশিক্ষণটির মধ্যে মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা উভয়েরই সংমিশ্রণ প্রয়োজন। পেশাগত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের উচ্চমানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে, যেকোন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের ন্যূনতম অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলী পূরণ করা প্রয়োজন। স্বাধীনভাবে ক্লায়েন্ট দেখিবার উপযোগী ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তৈরীর লক্ষ্যে এই সকল শর্তাবলী পূরণ অত্যাবশ্যক। এই দলিলটি এই সকল অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলীর একটি নির্দেশিকা।

পর্ব ১ ঃ প্রক্রিয়াগত প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

১. পেশাগত ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তৈয়ার করিতে একটি বিভাগকে অবশ্যই ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের কোর্স পরিচালনা করিতে হইবে। কোর্সটি একটি টানা একক ডিগ্রী হইতে পারে অথবা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াও হইতে পারে।
২. কোর্সটির সিলেবাস তৈয়ার করা ও সময়োপযোগী করিবার জন্য যে কমিটি থাকিবে তাহা অবশ্যই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট দ্বারা পরিচালিত হইতে হইবে।
৩. সংশ্লিষ্ট বিভাগটিকে বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত কোন হাসপাতালের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহিত ক্লিনিক্যাল প্লেসমেন্ট/ইন্টার্নশীপ বিষয়ক চুক্তি করিতে হইবে যেইখানে তাহার প্রশিক্ষণার্থীরা তাহাদের রোগী বা ক্লায়েন্ট দেখা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করিবে।
৪. প্লেসমেন্টে পেশাগত কাজ করিবার জন্য বিভাগকে অবশ্যই তাহার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিতে হইবে।
৫. প্রস্তাবিত কোর্সটিতে অবশ্যই তত্ত্বীয় জ্ঞান ও নিবিড় ব্যবহারিক কার্যক্রম উভয়ই অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে। ব্যবহারিক কার্যক্রম অবশ্যই স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজর দ্বারা সুপারভাইজড হইতে হইবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণার্থী পৃথকভাবে সুপারভিশন গ্রহন করিবেন।
৬. সুপারভিশন ও ব্যবহারিক কাজের (ক্লায়েন্ট দেখা, কেস প্রেজেন্টেশন, ইত্যাদি) জন্য অবশ্যই নিবিড় পর্যবেক্ষণ লাগিবে।
৭. বিভাগটিকে অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে যে ইহার প্রশিক্ষনার্থীরা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পেশার জন্য নির্ধারিত নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণবিধি মানিয়া চলিবে।

পর্ব ২ ঃ কোর্স কার্যক্রমের অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলী

২ক. পাঠ্যসূচী

১ম বছর

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ১ম বছরের পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ থাকিতে হইবে

১. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি পরিচিতি।
২. থেরাপীর বিভিন্ন মডেলসমূহ।
৩. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার অ্যাসেসমেন্ট ও ব্যবস্থাপনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের) ।
৪. স্বাস্থ্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক অ্যাসেসমেন্ট ও ব্যবস্থাপনা।

৫. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির গবেষণা পদ্ধতি ।
৬. মনোরোগ বিদ্যার (সাইকিয়াট্রি) পরিচিতি ঃ মানসিক রোগের শ্রেণীকরণের প্রক্রিয়া, মনোঔষধতত্ত্ববিদ্যা, ক্লিনিক্যাল স্বাক্ষাৎকার ।
৭. চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানের পেশাগত বিষয়াদি ।

অন্যান্য শর্তাবলী

১. প্লেসমেন্ট সমাপ্তি সনদ (প্রাপ্ত বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য প্লেসমেন্ট)
২. ন্যূনতম ৩টি কেস স্টাডি অবশ্যই জমা দিতে হইবে।
৩. বিস্তারিত ব্যবহারিক কাজের লগবই অবশ্যই জমা দিতে হইবে
৪. গবেষণা কর্ম।

২য় বছর

ক্লিনিক্যাল সাইকোলজির ২য় বছরের পাঠ্যসূচীতে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়দি অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

১. মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার অ্যাসেসমেন্ট ও ব্যবস্থাপনা (শিশু ও কিশোর)।
২. স্বাস্থ্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক অ্যাসেসমেন্ট ও ব্যবস্থাপনা (উচ্চতর)।
৩. উচ্চতর গবেষণা পদ্ধতিসমূহ।
৪. ক্লিনিক্যাল সাইকোলজীর পেশাগত বিষয়াদি।

অতিরিক্ত অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলী

৫. প্লেসমেন্ট সমাপ্তি সনদ (শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য প্লেসমেন্ট)
১. ন্যূনতম ৩ টি কেসস্টাডি অবশ্যই জমা দিতে হইবে
২. চিকিৎসা কার্যক্রমের লগবই অবশ্যই জমা দিতে হইবে
৩. একটি গবেষণা সমালোচনা অবশ্যই জমা দিতে হইবে

৩য় বছর

গবেষণা ঃ কোর্সে অবশ্যই অন্তত একটি গবেষণা কার্যক্রম থাকিতে হইবে যাহা এম ফিল এর সমমান অথবা তাহা হইতে উচ্চতর মর্যাদার হইবে। সর্বোচ্চ মান পাইতে গবেষণাটি ৩য় বছরে পরিচালিত হওয়া ভালো।

অতিরিক্ত অবশ্যপূরণীয় শর্তাবলী

১. গবেষনার প্রস্তাবনা উপস্থাপন
২. গবেষনার ফলাফল উপস্থাপনার সেমিনার
৩. প্লেসমেন্ট সমাপ্তি সনদ (বিশেষায়িত প্লেসমেন্ট)

৪. বিস্তারিত চিকিৎসা কার্যক্রমের লগবই অবশ্যই জমা দিতে হইবে

২ খ. প্লেসমেন্ট / ইন্টার্ণশীপ

বিএমডিসি স্বীকৃত যেকোন হাসপাতালের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগে ১ম, ২য় ও ৩য় বছরে কমপক্ষে ১২০০ ঘন্টা প্লেসমেন্ট করিতে হইবে। ৩য় বছরে বিশেষায়িত প্লেসমেন্ট হিসেবে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান ছাড়াও মানসম্পন্ন কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

২ গ. চিকিৎসা কার্যক্রম

১ম বছর

প্রাপ্ত বয়স্ক কেস বা রোগীর সহিত কমপক্ষে ২০০ ঘন্টা সুপারভাইজড চিকিৎসা কার্যক্রম। চিকিৎসা কার্যক্রমের মধ্যে রহিয়াছে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত রোগী বা কেসসমূহের মনস্তত্ত্বিক অ্যাসেসমেন্ট ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা।

২য় বছর

কমপক্ষে ২০০ ঘন্টা সুপারভাইজড চিকিৎসা কার্যক্রম যাহার ১০০ ঘন্টা শিশু রোগী/ কেস এবং ১০০ ঘন্টা প্রাপ্ত বয়স্ক রোগী/ কেস এর চিকিৎসা কার্যক্রম। চিকিৎসা কার্যক্রমের মধ্যে রহিয়াছে মানসিক সমস্যাগ্রস্ত রোগী / কেসের মনস্তাত্ত্বিক অ্যাসেসমেন্ট ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা।

৩য় বছর

মানসিক সমস্যাগ্রস্ত রোগী / কেসসমূহের সহিত কমপক্ষে ১০০ ঘন্টা সুপারভাইজড চিকিৎসা কার্যক্রম যাহার মধ্যে রহিয়াছে অ্যাসেসমেন্ট, চিকিৎসা ও ব্যাবস্থাপনা। তবে এইক্ষেত্রে বিষেশায়িত বিষয়ে প্লেসমেন্ট করাকেই উৎসাহিত করিতে হইবে।

২ ঘ. ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন

১ম বছর

কমপক্ষে ৪০ ঘন্টা ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন। এই সুপারভিশনের তিন চতুর্থাংশই (কমপক্ষে ৩০ ঘন্টা) বিভাগ কতৃক স্বীকৃত কোন একজন ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজরের অধীনে এককভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে হইতে হইবে।

২য় বছর

কমপক্ষে ৩০ ঘন্টা ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন। এই সুপারভিশনের তিন চতুর্থাংশই (কমপক্ষে ২২ ঘন্টা) কোন একজন স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজরের অধীনে এককভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে হইতে হইবে।

৩য় বছর

কমপক্ষে ২০ ঘন্টা ক্লিনিক্যাল সুপারভিশন। এই সুপারভিশনের তিন চতুর্থাংশই (কমপক্ষে ১৫ ঘন্টা) কোন একজন স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজরের অধীনে এককভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে হইতে হইবে।

পর্ব ৩ ঃ প্রয়োজনীয় জনবল

৩ ক. কোর্স শিক্ষকঃ

সেকশন ২ক এ উল্লিখিত নির্দিষ্ট কোর্স পড়াইতে স্বক্ষম এমন ব্যক্তি যাহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রী, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

৩ খ. ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজর ঃ

ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজর হইতেছেন সেই ব্যক্তি যাহার চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রী এবং সুপারভিশন দেয়ার প্রশিক্ষন রহিয়াছে এবং যিনি নিজে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার রোগীদের মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা থেরাপী দেওয়ায় পারদর্শী । সুপারভাইজর হিসাবে যোগ্যতা বজায় রাখার জন্য তাহাকে অবশ্যই নিয়মিত চিকিৎসা কার্যক্রম চর্চা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, বিভাগ কর্তৃক স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজরগনকে একটি সুপারভাইজরী মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হইতে হইবে।

৩ গ. গবেষণা সুপারভাইজর ঃ

বিভাগটিকে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্যক্রম সুপারভিশনের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

. . . . . .

নোটঃ বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটির (বিসিপিএস) বর্তমান দলিলটি ২০১৬ সালের প্রথম ভাগে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান, ড. কামরুজ্জামান মজুমদার তৈরী করেন ও পরবর্তীতে কয়েকটি ওয়ার্কশপের মধ্যমে এটি চূড়ান্ত করা হয়। বিসিপিএস মনে করে এই দলিলটি অনুসরণ করে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি কোর্স খোলা হলে তবে সেই কোর্স মানসম্মত হবে।